প্রথম আলো

তারিখ 2 AUG 2009
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার নামে প্রতারণা

সৈয়দ সিরাজুল সালেহীন, কটিয়াদী (কিশোরগঞ্জ) ●

সরকারের অনুমতি না নিয়ে ওয়ার্ল্ড নেট বাংলাদেশ নামের একটি প্রতিষ্ঠান কিশোরগঞ্জের কটিয়াদী, বাজিতপুর, নিকলী ও কুলিয়ারচর উপজেলায় প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তারা এসব উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে ১০০টি বিদ্যালয় স্থাপন করে অভিভাবক ও শিক্ষকদের কাছ থেকে প্রতারণার মাধ্যমে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন বলেও অভিযোগ উঠেছে।

গত ২৪ জুলাই ওয়ার্ল্ড নেটের জেলা কর্মকর্তা নারায়ণ চন্দ্র দাস (৩৫) বাজিতপুর থেকে গ্রেপ্তার হওয়ার পর প্রতারণার বিষয়টি প্রকাশ পায়। প্রতিষ্ঠানটির বাজিতপুরের হালিমপুর এলাকার একটি বিদ্যালয়ের শিক্ষক তাজিমুন্নেছা বন্যা সম্প্রতি অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ আনেন। ওই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বাজিতপুর থানার পুলিশ নারায়ণ চন্দ্রকে গ্রেপ্তার করে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, প্রতিষ্ঠানটি সরকারের রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ অ্যান্ড ফার্মস, ঢাকা কার্যালয় থেকে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য লাইসেন্স নেয়। ময়মনসিংহ শহরের দক্ষিণ আকুয়াপাড়ার ঠিকানায় প্রতিষ্ঠানটি তালিকাভুক্ত করা হয়।

অথচ প্রতিষ্ঠানটির কাগজপত্রে উল্লেখ করা হয়, বিভিন্ন এলাকায় ভবন বা ঘর ভাড়া নিয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কার্যক্রম পরিচালনা করবে তারা। প্রতি বিদ্যালয়ে ৩৫ জন করে ছাত্রছাত্রী থাকবে। ছাত্রছাত্রী ভর্তি ফি বাবদ এককালীন ৪০ ও বই বাবদ ২৪০ টাকা কর্তৃপক্ষকে দিতে হবে। শিক্ষকদের মাসিক বেতন হবে ৮০০ টাকা। সুপারভাইজার ৩০টি এবং সার্কেল সুপারভাইজাররা (সিএস) ৯০টি বিদ্যালয় গঠন করবে বলে লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়। সুপারভাইজারদের মাসিক চার হাজার ও সিএসদের মাসিক বেতন তিন হাজার ধরা হয়।

অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, উল্লিখিত বেতন এবং আনুষঙ্গিক সুবিধা দেওয়ার লোভ দেখিয়ে প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা এলাকার বেকার তরুণ ও তরুণীদের কাছ থেকে লাখ লাখ টাকা সংগ্রহ করে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়। কিন্তু প্রতিশ্রুত বেতন ও আর্থিক সুবিধা না পেয়ে শিক্ষক ও সুপারভাইজাররা প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগ করে। ইতিমধ্যে প্রকল্পের নামে বাজিতপুরে ৪০টি, নিকলীতে ৩০টি, কটিয়াদীতে ২৫টি ও কুলিয়ারচরে পাঁচটি বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও সুপারভাইজার নিয়োগ দেয় প্রতিষ্ঠানটি।

বাজিতপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সাইফুল্লাহিল আজিম জানান, তাজিমুন্নেছা বন্যার কাছ থেকে লিখিত অভিযোগ পেয়ে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. সাদেকুর রহমান ও উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ফাইজুদ্দিন আকন্দ প্রতিষ্ঠানটির আঞ্চলিক কার্যালয় পরিদর্শন করেন। তাঁরা সেখানে গিয়ে জানতে পারেন, ওয়ার্ল্ড নেটের কর্মকর্তারা বাজিতপুর উপজেলার চারটি ইউনিয়নে ৪০টি বিদ্যালয়ের অভিভাবকদের কাছ থেকে স্কুল খরচ বাবদ এককালীন ২৪০ এবং ২৬০ করে টাকা নিয়েছেন। কিন্তু প্রতিষ্ঠানটিকে সরকার প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার অনুমতি দেয়নি। পরে তিনি প্রতিষ্ঠানটির জেলা কর্মকর্তা নারায়ণ চন্দ্র দাসকে (৩৫) তাঁর কার্যালয়ে ডেকে পাঠান এবং কথাবার্তা অসংলগ্ন হওয়ায় তাঁকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেন। পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে ২৪ জুলাই আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠায়।

> বেতন ও আনুষঙ্গিক সুবিধা দেওয়ার লোভ দেখিয়ে প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা এলাকার বেকার তরুণ ও তরুণীদের কাছ থেকে লাখ লাখ টাকা সংগ্রহ করে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়

কটিয়াদীর ইউএনও কাজী সাইফুল ইসলাম জানান, তিনি তাঁর উপজেলায় ওই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। পাশাপাশি বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।

কটিয়াদী এলাকার সুপারভাইজার কামাল বলেন, 'বিদ্যালয় স্থাপনের কথা বলে প্রতি বিদ্যালয় বাবদ আট হাজার ৫০০ টাকা করে নেওয়া হয়েছে। এখন এলাকাবাসী আমাদের ওই টাকা ফেরত দেওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছে।'

নারায়ণ চন্দ্র দাস বলেন, 'চলতি বছরের ৩ জুন থেকে কিশোরগঞ্জের চারটি উপজেলায় কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছি। এই সময় আমি বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রায় ১০ লাখ টাকা সংগ্রহ করে ময়মনসিংহ কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক দেবাশীষ শর্মার কাছে দিয়েছি।'

বাজিতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মীর মো. মিজানুর রহমান খান জানান, বাজিতপুরসহ কয়েকটি অঞ্চলে প্রতারণার মাধ্যমে শিক্ষা প্রকল্পের নামে লাখ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে নারায়ণ চন্দ্র দাসকে গ্রেপ্তার করা হয়।

কিশোরগঞ্জ সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপপরিচালক মাসুদা আক্তার জানান, ওয়ার্ল্ড নেট বাংলাদেশ নামের কোনো প্রতিষ্ঠান কার্যক্রম পরিচালনার অনুমোদন নেয়নি।

এ প্রসঙ্গে প্রতিষ্ঠানটির ময়মনসিংহ কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক দেবাশীষ শর্মা দাবি করেন, শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মন্ত্রণালয় থেকে একটি অনুমতিপত্র নেওয়া হয়েছে। সেই অনুমতিপত্র জেলা প্রশাসককে দেখাননি কেন এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'রোববার (আজ) জেলা প্রশাসকের সঙ্গে দেখা করব।'